গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৫৪.১৭. ৯০ ৯

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৪
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মো: সাইফুল ইসলাম (১৬২৩৩), সহকারি অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এন.এস. সরকারি কলেজ, নাটোর (বর্তমানে প্রেষণে এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী) এর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে নিয়ম পরিপন্থীভাবে বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন। গত ১৫.০২.২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের প্রথম পত্রের তিনি একজন প্রশ্ন সমীক্ষক ছিলেন। প্রশ্ন প্রণয়নকারী ছিলেন না। তিনি ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত প্রশ্নপত্র সমীক্ষণ বোর্ডের ৪ নং এবং সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। তিনি প্রশ্নপত্র সমীক্ষণকালে তার সমীক্ষণ বোর্ডের সমন্বয়কারী ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছেন। তবুও প্রশ্নপত্র সমীক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রশ্নকর্তা কর্তৃক ব্যবহৃত দুই-একটি শব্দ তার দৃষ্টিগোচর না আসায় তিনি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তার পারিশ্রমিক ২৫% কেটে রেখেছে এবং প্রশ্ন সমীক্ষণ ও প্রণয়ন করার দায়িত্ব থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহতি প্রদান করেছে। গত দুই বছর যাবৎ তিনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে প্রশ্ন সমীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন ভুল হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬.০২.২০১৮
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৫৪.১৭. ৯০৯/১(৭)

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৪
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (মো: সাইফুল ইসলাম এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নাটোর।
৭। জনাব মো: সাইফুল ইসলাম (১৬২৩৩), সহকারি অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এন.এস. সরকারি কলেজ, নাটোর।

27/02/2018
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬